একুশের যে কোনো একজন শহীদের প্রতি
শাহাদাত হোসেন

উৎসর্গ : আবদুল গাফফার চৌধুরীকে-যার
"আমার ভাইয়ের রক্তে রাংগানো" -অবিনাশী গীতিকাটি শুনে আমি
বাল্যকালে বিদ্যালয়ের প্রাংগনে শহীদ মিনারে ফুল দিতে এসে
বহুবার কেঁদে ফেলেছিলাম।

তখন হয়তো তুমি ব্যাপ্রত ছিলে এ্যানাটমি অধ্যয়নে
কিংবা গবেষনাগারে নারাচারা করছিলে কঙ্কালের নির্বাক কাঠামো
নিয়ে।
চোখ জুড়ে ছিলো স্বপ্নাবেশ -
একদিন মস্তবড়ো চিকিৎসক হয়ে কুড়াবে সম্মান,
মিটিয়ে দেবে কৃষক পিতার সব অভাব,
ব্যবস্থা করবে বিলম্ব -হয়ে- যাওয়া বোনের বিবাহ।
আর ছাড়িয়ে আনবে -
পড়ার ব্যয় নির্বাহে অসহায় কৃষক পিতার
কলিজা-সম প্রিয় বন্ধক দেওয়া ভূমিগুলো।
হয়তোবা তুমি গুনতে ছিলে স্থবির দিনক্ষনগুলো
কখন শেষ হবে ফাইনাল সিমেস্টার পরীক্ষাটি!
কখন উপার্জন করে-
মায়ের অভাবপরিত্রানের দীর্ঘ প্রতীক্ষার করবে অবসান!

এমন সময় বজ্রের মতো কানে ভেসে এলো
বাংলা ভাষার একটি তীব্র আর্তনাদ-
" আমাকে পাকিস্তানের রোমশ থাবার হাত থেক বাঁচাও"!
এই -আহ্বানের ঝাঝালো সুর কর্নগহবরের পথ বেয়ে
প্রবেশিলো তোমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে;
মস্তিস্কের সব কোষমালায় তুলে দিলো অপূর্ব ঝিলিক,
তুমি বেমালুম ভুলে গেলে সব ব্যক্তিগত সুখস্বপ্নগুলো-
পিতামাতাবোনের সাধপুরনের স্বপ্নগুলোকে
ভাষার -মর্যাদা- রক্ষার -স্বপ্নকরলো প্রতিস্থাপিত।

তোমার মেধাবী চিত্ত কী সঠিকভাবে পাঠ করেছিলো
চক্রান্তকারীদের মগজের এ্যানাটমি!
তুমি বুঝলে, চক্রান্তের যে বিষধারা ঘাতকেরা
ঢুকিয়ে দিতে চায় বাংলা ভাষার শরীরে-
তা চিরতরে ধবংশ করে দেবে তোমার প্রাণপ্রিয় ভাষাকে।

এ-গভীর উপলব্ধি তোমার শোনিতের সমস্তকণাগুলোতে
জাগিয়ে তুললো অরোধ্য দ্রোহ;
ঝলক মেরে উঠলো মস্তিষ্কের কোষগুলো বিদ্রোহের অভিঘাতে,
হৃদপিন্ড মোচর দিয়ে দ্রোহী রক্তকণিকাগুলোকে বয়ে দিল -
তীব্রস্রোতে সারা রক্তমাংশে;
শুন্য হাতে মুখোমুখী হলে তুমি ঘাতকদের।
সমস্তদ্রোহ একত্রিত ক'রে তোমার অন্তরের
অন্তপুর থেকে বেরিয়ে আসলো একটি তীব্রচিৎকার-
"রাষ্টভাষা বাংলা চাই"।
ঝাঝরা হয়ে গেল তোমার পবিত্র হৃদপিন্ডটি-
পিঁশাচদের একটি ইস্পাতে;
ছিদ্র হয়ে গেলো সুখস্বপ্নধারী পবিত্র হৃদপিন্ডখানি তোমার।
তুমি অতীত হয়ে মিশে গেলে মাটি আর মহাকালের সাথে;
তোমার রক্তের ধারায় সিক্ত হয়ে বাংলা ভাষা লভিল চিরসম্মান।

তুমি সনদ পাওনি চিকিৎসামহাবিদ্যালয়ের
যেহেতু সম্পূর্ণ করার সময় হয়নি তোমার অধ্যয়ন।
কিন্তু কী গুরুত্বপূর্ণ শল্যচিকিৎসা তুমি
সম্পন্ন করলে বাংলা ভাষার হৃদয়ে!
তোমার হৃদপিন্ডটি নিঃশর্ত দান করে
মূমূষূবাংলা ভাষাকে করলে চিরজীবী।
তাই অতীত হয়েও তুমি এখনো
বেঁচে আছো বাংলা ভাষার আত্মায়।
তোমার দান- করা- হৃদপিন্ডটি নিয়ে এখনো, উদ্দত গর্বে,
বেঁচে আছে তোমার প্রাণপ্রিয় বাংলা ভাষা।

তুমি কিছুই চাওনি আত্মত্যাগের বিনিময়ে
তাই তুমি পেয়ে যাচ্ছো অগাধ।
তোমার ত্যাগের মহিমা এতো গভীর যে-
একুশের এই-সময়টাতে সারা প্রকৃতি
থাকে তোমার শোকে শোকাকুল।
বাংলার ফাল্গুন তোমার শোকে কেঁদে কেঁদে ফেরে,
সারা অংগে জড়িয়ে রাখে শোকের কালো পারের শাড়ি-
যেখানে তাঁর শরীরমন পুলকিত হওয়ার কথা
বাসন্তী রাগের বসনের উল্লাশে।
কুকিলগুলো গেয়ে যায় শোকভারাতুর গাঁথা,
বাংলাভাষাপ্রেমিরা সব কিছু ভু'লে-
প্রত্যুষে ধেয়ে আসে তোমার নিহত হৃদপিন্ডের প্রতীক-
শহীদ মিনারের পাদদেশে; বিছিয়ে দিতে-
শোকশ্রদ্ধামেশানো অনিন্দনীয় গোলাপের তোড়া।

তুমিই বাঙলার প্রথম প্রকৃত অমর বীর
তোমার রক্তের উর্বরতাতেই আমরা পেয়েছি
চিরকাংখিত ধন - স্বাধীনতা।
যেহেতু তুমি বাংলার অবিসংবাদিত বীর-
সেহেতু তুমি চিরকাল বেঁচে থাকবে অন্যদের সময়ে!